দৈনিক ইনকিলাব

তারিখ ... 21 APR 199[illegible]
পৃষ্ঠা ৬ কলাম ১

বেসরকারী বিদ্যালয়ে সরকার প্রদত্ত লক্ষ লক্ষ টাকার বৈজ্ঞানিক যন্ত্রপাতি অযত্ন ও অবহেলায় বিনষ্ট হচ্ছে

মুন্সীগঞ্জ থেকে জেলা সংবাদদাতা ঃ দেশের বিভিন্ন বেসরকারী মাধ্যমিক বিদ্যালয়গুলোতে সরকার প্রদত্ত লক্ষ লক্ষ টাকার বৈজ্ঞানিক যন্ত্রপাতি, রাসায়নিক দ্রব্য অযত্ন-অবহেলায় বছরের পর বছর পড়ে থেকে নষ্ট হচ্ছে। পাঠ্য পুস্তক এবং বর্তমান শিক্ষা ব্যবস্থার দিকে বিবেচনা না করে এসব যন্ত্রপাতি এবং দ্রব্য সরবরাহ করা হয়। "এ যেন সরকারী মাল দরিয়ায় ঢাল" অবস্থা। বাংলাদেশ সরকার ১৯৮৫ সাল থেকে দেশের বেসরকারী মাধ্যমিক বিদ্যালয়গুলোকে কোন পর্যায়ক্রমে উন্নয়ন পরিকল্পনায় অন্তর্ভুক্ত করে। এসব উন্নয়ন পরিকল্পনার আওতাধীন বিদ্যালয়েগুলোর বিজ্ঞানাগারের উন্নতির জন্য বিভিন্ন সময় বৈজ্ঞানিক যন্ত্রপাতি এবং রাসায়নিক দ্রব্য প্রদান করে বিদেশী এবং স্থানীয় সরকারের যৌথ অর্থ সাহায্যে এসব যন্ত্রপাতি এবং রাসায়নিক দ্রব্য সরবরাহ করা হয়। বিভিন্ন শ্রেণীতে বিজ্ঞান পড়ানোর সময় এসব যন্ত্রপাতি এবং রাসায়নিক দ্রব্য ব্যবহার করার জন্য প্রদান করা হয়। বর্তমান শিক্ষা ব্যবস্থায় শ্রেণী কক্ষে ব্যবহারিক ক্লাস নেয়া শিক্ষকদের পক্ষে সম্ভব নয়। কাজেই এসব যন্ত্রপাতি এবং রাসায়নিক দ্রব্য বছরের পর বছর অব্যবহৃত অবস্থায় পড়ে আছে। গ্রামাঞ্চলের বিদ্যালয়গুলোতে আধুনিক সুবিধা সম্পন্ন কোন বিজ্ঞানাগার না থাকায় মূল্যবান এসব যন্ত্রপাতি এবং রাসায়নিক দ্রব্য অবহেলায় পড়ে থেকে নষ্ট হচ্ছে। যেসব যন্ত্রপাতি এবং রাসায়নিক দ্রব্য সরবরাহ করা হয়েছে তার অধিকাংশ বর্তমান শিক্ষা ব্যবস্থায় ব্যবহার অনুপযোগী। ১৯৯৬ সাল থেকে নবম ও ১০ম শ্রেণীতে যে বিজ্ঞান পাঠ্য পুস্তক চালু করা হয়েছে তাতে বিভিন্ন বিদ্যালয়গুলোকে আবার নতুন করে বিজ্ঞানাগারের জন্য যন্ত্রপাতি এবং রাসায়নিক দ্রব্য ক্রয় করতে হচ্ছে।